



20064 - সন্তানদরে অধিকারসমূহ

প্রশ্ন

ব্যক্তির উপর স্ত্রী-সন্তানদরে অধিকারগুলো কী কী?

প্রায় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

১. স্ত্রীর অধিকারসমূহ:

(10680) নম্বর প্রশ্নের উত্তরে আমরা এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করছি।

২. সন্তানদরে অধিকারসমূহ:

আল্লাহ পতিদের উপর সন্তানদরে কিছু অধিকার রাখেন, যমেনভাবে সন্তানদরে উপর পতিদের কিছু অধিকার রাখেন।

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: "আল্লাহ তাদেরকে 'আবরার' বলে আখ্যায়িত করছেন। কেননা তারা পতিদের সাথে ও সন্তানদরে সাথে সদাচরণ করছে। তোমার পতির যমেন তোমার উপর অধিকার রয়েছে, তমেনভাবে তোমার সন্তানদরেও তোমার উপর অধিকার রয়েছে।"[আল-আদাবুল মুফরাদ: ৯৪]

আবদুল্লাহ ইবনে উমরের হাদীসে এসছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "তোমার সন্তানদরেও তোমার উপর অধিকার রয়েছে।"[হাদীসটি মুসলিম (১১৫৯) বর্ণনা করেন]

পতিদের উপর সন্তানদরে কিছু অধিকার রয়েছে সন্তানদরে জন্মের আগে। যমেন:

১- নেককার স্ত্রী বাছাই করা যেন সে নেককার মা হয়:

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "চারটি গুণ দেখে মহলিককে বিবাহ করা হয়; তার ধন-সম্পদ, তার বংশ মর্যাদা, তার রূপ-সৌন্দর্য ও তার দ্বীনদারতা দেখে। তুমি দ্বীনদার পাত্রী বয়্যে করে সফলকাম হও।"[হাদীসটি বুখারী (৪৮০২) ও মুসলিম (১৪৬৬) বর্ণনা করেন]

শাইখ আব্দুল গনী দহেলভী বলেন: “তোমরা নারীদের মধ্যে দ্বীনদার, নকেকার ও সদ্বংশীয়া বাছাই করো। পাত্রী যেন হারামজাদা না হয়। কেননা এই মন্বদ বশৈষ্টিয় সন্তানদরে দকি সৎক্রমতি হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾

“ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিণী কথিবা মুশরকি নারী ছাড়া কাউকে বয়ি করে না এবং ব্যভিচারিণীকেও কেবল ব্যভিচারী পুরুষ ও মুশরকি ছাড়া কউ বয়ি করে না।”[সূরা নূর: ৩] পাত্র-পাত্রীর কুফু (সমান হওয়া) খুঁজতে বলা হয়েছে যাতো পারস্পরকি মলেবন্ধান হয় এবং কলঙ্ক না পয়ে বসে।”[শরহ সুনান ইবন মাজাহ: (১/১৪১)]

সন্তান জন্মের পরবর্তী অধিকারসমূহ:

১- নবজাতক শিশুকে তাহনীক করা সুন্নত

আনাস ইবনে মালকি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আবু তালহা এক ছলে অসুস্থ ছিল। আবু তালহা বাইরে গলে শিশুটি মারা যায়। আবু তালহা ফরি এসে জিজ্ঞাসে করলেন: আমার ছলে কমন আছে? উম্মে সুলাইম বললেন: ‘সে আগরে চয়ে শান্ত আছে।’ এরপর তিনি তার সামনে রাতের খাবার পশে করলেন। আবু তালহা রাতের খাবার খলেন। তারপর উম্মে সুলাইমের সাথে সহবাস করলেন। সহবাস শেষে হল উম্মে সুলাইম বললেন: শিশুটিকে দাফন করুন। পরদিন সকালে আবু তালহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ঘটনাটি জানালেন। তিনি বললেন: “তোমরা কি গতরাতের সহবাস করছেলি?” তিনি বললেন: হ্যাঁ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “আল্লাহ তোমাদের জন্ম এতে বরকত দান করুন।” অতঃপর উম্মে সুলাইম একটি পুত্র সন্তান জন্ম দলিনে। আবু তালহা আমাকে বললেন: তাকে যত্ন করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে যাও। শিশুটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আনা হলো। উম্মে সুলাইম শিশুটির সাথে কিছু খজেরও পাঠালেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসে করলেন: “শিশুটির সাথে কি কিছু আছে?” তারা বলল: ‘হ্যাঁ, কয়েকটি খজের আছে।’ তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খজেরগুলো চবিয়ে নিজের মুখ থেকে কিছু অংশ শিশুর মুখে দলিনে এবং তাকে তাহনীক করলেন। আর তার নাম রাখলেন ‘আবদুল্লাহ’।[হাদীসটি বুখারী (৫১৫৩) ও মুসলিম (২১৪৪) বর্ণনা করেন]

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “আলমেরা একমত যে নবজাতক শিশুকে জন্মের পর খজের দ্বারা তাহনীক করা মুস্তাহাব। যদি খজের না পাওয়া যায় তবে খজেরের স্থলাভিষিক্ত অনুরূপ মশিট বস্তু দ্বারা করা যাবে। তাহনীককারী খজের চবিয়ে এমন তরল করবনে যাতো করে সহজে গলি ফলো যায়। এরপর এই তরল খজের নবজাতকের মুখে রাখবনে যাতো এর কিছু অংশ তার পটে যায়।”[শরহ নববী আলা সহীহ মুসলিম (১৪/১২২-১২৩)]

২- শিশুর সুন্দর নাম রাখা যমেন: আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান।

নাফে ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “তোমাদের নামসমূহের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম হলো আব্দুল্লাহ ও আবদুর রহমান।” [হাদীসটি মুসলিম (২১৩২) বর্ণনা করেন]

নবীদরে নামে নাম রাখাও মুস্তাহাব:

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “আজ রাত্রে আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করছে। আমি তার নাম রাখছি আমার পতি ইবরাহীমের নামে।” [মুসলিম (২৩১৫) হাদীসটি বর্ণনা করেন]

শশির নাম সপ্তম দিনে রাখা মুস্তাহাব। তবে জন্মের দিন রাখলেও অসুবিধা নই যমেনটি উপর্যুক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত।

সামুরা ইবনে জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “প্রত্যকে শশি তার আকিকার সাথে বন্ধক থাকে। সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে আকিকার পশুটি জবাই করা হবে, তার মাথা মুণ্ডন করা হবে এবং তার নাম রাখা হবে।” [আবু দাউদ (২৮৩৮), শাইখ আলবানী সহিহুল জামে (৪৫৪১) গ্রন্থে এটিকে সহীহ বলছেন]

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “নামকরণের উদ্দেশ্য হলো পরিচিতি করা। কারণ জন্মগ্রহণের পর তার কোনো নাম থাকে না যা দিয়ে তাকে পরিচিতি করা যাবে। সুতরাং জন্মের দিন নাম রাখা যমেন বৈধ, তমেন নামকরণ বলিম্বতি করে তনি দিন পরে বা আকিকার দিনেও রাখা বৈধ। এর আগে ও পরেও নাম রাখা বৈধ। এ ব্যাপারে প্রশস্ততা রয়েছে।” [তুহফাতুল মাওদূদ (পৃ. ১১১)]

৩- সপ্তম দিনে শশির মাথার চুল ফলো এবং চুলের ওজন পরিমাণ রূপা সদকা করা সুন্নত:

আলী ইবনে আবী তালবি (রাঃ) বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসানের পক্ষ থেকে একটি ছাগল আকিকা দিয়েছেন এবং বলছেন: “হে ফাতমি, তার মাথা মুণ্ডন করো এবং চুলের ওজন পরিমাণ রূপা সদকা করো।” তখন আমি তার চুল ওজন করলাম। চুলের ওজন ছিল এক দরিহাম বা তার কিছু কম। [হাদীসটি তরিমযী (১৫১৯) বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী সহীহুত তরিমযী (১২২৬) গ্রন্থে হাদীসটিকে হাসান বলেন]

৪- পতির উপর সন্তানের আকীকা করা মুস্তাহাব যমেনটি পূর্ববোক্ত হাদীসে বলা হয়েছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “প্রত্যকে শশি তার আকিকার সাথে বন্ধক থাকে।”

সুতরাং ছলে শশির জন্ম দুটি ভিড়ো (বা ছাগল) এবং ময়ে শশির জন্ম একটি ভিড়ো (বা ছাগল) জবাই করা হবে। আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদর্শে করছেন: “ছলে শশির জন্ম দুটি সমমানের দুইটি



ভড়া (বা ছাগল) এবং ময়ে শশির জন্য একটা ভড়া (বা ছাগল)।”[হাদীসটি তিরমযী (১৫১৩), আবু দাউদ (২৮৩৪), নাসাঈ (৪২১২) ও ইবনে মাজাহ (৩১৬৩) বর্ণনা করেন]

৫- খতনা করা:

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “পাঁচটি বিষয় ফতিরতরে অন্তর্ভুক্ত: খতনা করা, (নাভির নচিরে) লোম কামানো, বগলরে লোম উপড়ানো, নখ কাটা ও গোঁফ ছাঁটা।”[হাদীসটি বুখারী (৫৫৫০) ও মুসলিম (২৫৭) বর্ণনা করছেন]

শিক্ষা ও প্রতাপালনের কিছু অধিকার:

আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। শাসক তার অধীনস্থদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, পুরুষ তার পরিবারের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, নারী তার স্বামীর ঘর ও সন্তানদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, দাস তার মালিকের সম্পদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল।”[হাদীসটি বুখারী (২৪১৬) ও মুসলিম (১৮২৯) বর্ণনা করেন]

অতএব পতিমাতার কর্তব্য হলো সন্তানদের দ্বীন দায়িত্ব, শরীয়তের মুস্তাহাব নানান উত্তম বিষয়াবলি ও দুনিয়াবী জীবনধারণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়া।

প্রথমত তাদরেক বশিদ্ধ আকীদার ওপর গড়ে তুলতে হবে, শরিক ও বদিআত থেকে দূরে রাখতে হবে। এরপর ইবাদত বশিষে করে নামায শিক্ষা দিতে হবে। তারপর তাদরে উত্তম চরিত্র ও শযিটাচারের ওপর লালন-পালন করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“(স্মরণ করো) যখন লোকমান তার পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলছিলেন: “হে বৎস! আল্লাহর সাথে (কোনো কিছুকে) শরীক করো না। নশ্চয়ই শরীক একটা মহা অন্যায়।”[সূরা লুকমান: ১৩]

আবদুল মালিক ইবনে রাব্বি ইবনে সাবরা তার পতি থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাত বছর বয়সে নামাজ শেখাও এবং দশ বছর বয়সে নামায না পড়লে প্রহার কর।”[তিরমযী (৪০৭), আবু দাউদ (৪৯৪), শাইখ আলবানী সহীহুল জামে (৪০২৫) গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ বলছেন]

রুবাইয়্যি বিনিততে মু'আওয়যি রাদয়্যাল্লাহু আনহা বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার সকালে আনসারদরে গ্রামগুলোতে সংবাদ পাঠালেন: “যে ব্যক্তি সকালে খেয়েছে সে যেন বাকদিনি (না খেয়ে) পূরণ করে। আর যে রোযা রখে সকালে উপনীত হয়েছে সে রোযা পূরণ করুক।” তিনি (রুবাইয়্যি) বলেন: পরবর্তীতে আমরা রোযা রাখতাম এবং আমাদের শিশুদেরকেও রোযা রাখতাম। তাদের জন্য রঙনি উলরে খেলনা বানাতাম। কটে খাবারের জন্য কাঁদলে তাকে সেই খেলনা দিতাম। এভাবেই ইফতারের সময় হয়ে যেত। [হাদীসটি বুখারী (১৮৫৯), মুসলিম (১১৩৬) বর্ণনা করেন]

সাইব ইবনে ইয়াজিদ রাদয়্যাল্লাহু আনহু বলেন: “আমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ্জের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তখন আমার বয়স ছিল সাত বছর।” [হাদীসটি বুখারী (১৭৫৯) বর্ণনা করেন]

শযিট্টাচার ও নৈতিকতার উপর প্রতাপালন:

প্রত্যকে পতি-মাতার উচতি তাদের সন্তানদের উত্তম চরিত্র ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়া, হোক তা আল্লাহর সঙ্গে আচরণে, তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আচরণে, কুরআনের সঙ্গে আচরণে, নজিদের উম্মাহর সঙ্গে আচরণে কথিবা যাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আছে এবং যাদের উপর তাদের হক রয়েছে, সবার সঙ্গেই। তারা যেন তাদের সঙ্গী-সাথী, প্রতবিশৌ ও বন্ধুদের সঙ্গে খারাপ আচরণ না করে।

ইমাম নববী রাহমাহুল্লাহ বলেন: ‘পতির উপর কর্তব্য হলো তার সন্তানকে শযিট্টাচার শেখানো এবং দ্বীনরে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ শিক্ষা দেওয়া। ছলে-ময়ে বালগে হওয়ার আগই এই শিক্ষা দেওয়া পতির এবং অন্যান্য অভিভাবকদের উপর আবশ্যিক। এ বিষয়ে ইমাম শাফয়ী রাহমাহুল্লাহ ও তাঁর ছাত্ররা স্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন। ইমাম শাফয়ী ও তাঁর ছাত্ররা বলেন: ‘পতি না থাকলে মায়ের ওপরও এই শিক্ষা দেওয়া আবশ্যিক; কারণ এটি লালন-পালনরে অন্তর্ভুক্ত এবং এ ক্ষেত্রে তাদেরও ভূমিকা রয়েছে। এই শিক্ষার খরচ সন্তানরে সম্পদ থেকে নেওয়া হবে। যদি সন্তানরে নজিস্ব সম্পদ না থাকে, তবে যার উপর তার ভরণপোষণরে দায়িত্ব রয়েছে সে বহন করবে। কারণ এটি তার প্রয়োজনীয় বিষয়রে অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।’ [শরহুন নববী আলা সহীহ মুসলিম (৮/৪৪)]

অভিভাবকরে উচতি সন্তানদের জীবনরে প্রতটি বিষয়ে আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়া; খাবার, পানীয়, পোশাক, ঘুম, ঘর থেকে বের হওয়া ও ঘরে প্রবেশে করা, যানবাহনে ওঠা ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই। এছাড়াও তাদের অন্তরে পুরুষোচতি উত্তম গুণাবলি রোপণ করা; যমেন ত্যাগরে মানসকিতা, পরোপকার, সাহসকিতা, বীরত্ব, দানশীলতা। তাদেরকে নকিষ্ট স্বভাব থেকে দূরে রাখা। যমেন: কাপুরুষতা, কৃপণতা, ব্যক্তিত্বহীনতা, মহৎ কাজ থেকে বরিত থাকা ইত্যাদি।

মুনাওয়ী রাহমাহুল্লাহ বলেন: ‘যমেনি তোমার উপর তোমার পতিমাতার হক রয়েছে, তমেনি তোমার উপর সন্তানরে তোমার হক রয়েছে। অর্থাৎ বহু অধিকার রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে: ফরয জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া, শরীয়তসম্মত আদব-কায়দা শেখানো, সন্তানদের মধ্যে কিছু দয়ের ক্ষেত্রে ন্যায়বচার করা, হোক তা হবো, উপহার, ওয়াকফ কথিবা অন্য কোনো দান। যদি



কোনো যুক্তিসিদ্ধান্ত কারণ ছাড়া কাউকে প্রাধান্য দেওয়া হয় তবে কিছু আলমে মতে সটো বাতলি গণ্য হব; আর কারও মতে তা মাকরুহ (অপছন্দনীয়) হব।’[ফাইয়ুল কাদীর (২/৫৭৪)]

পতিমাতার দায়িত্ব হলো ছলে-ময়েদে এমন সকল বিষয় থেকে রক্ষা করা যা তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে (জাহান্নামের) আগুন থেকে রক্ষা করো; যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর, যার দায়িত্ব রয়েছে নরদয় ও কঠোর ফরেশেতারা। তারা আল্লাহর নরিদশে অমান্য করে না এবং যা করার নরিদশে পায় তাই করে।”[সূরা তাহরীম: ৬]

কুরতুবী বলেন: ‘এই আয়াত সম্পর্কে হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ বলছেন: “তাদেরকে আদশে দিবে এবং নষিধে করবে।” কিছু আলমে বলেন: আল্লাহ যখন বলেন ‘নিজদেরকে রক্ষা করো’, তখন এর মধ্যে সন্তানরাও অন্তর্ভুক্ত। কারণ সন্তান মানুষেরই অংশ। যমেন আল্লাহ বলেন:

وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ

“তোমাদের নিজদের ঘর থেকে খাওয়াতে তোমাদের কোনো বাধা নই”—এখানও সন্তানদেরকে অন্যান্য আত্মীয়দের মতো আলাদা করে উল্লেখ করা হয়নি (যদিও তারা নিকটতম আত্মীয়)।

অতএব তাকে হালাল-হারাম শিক্ষা দিবে, গুনাহ ও অপরাধ থেকে বরিত রাখবে এবং এছাড়া তাকে অন্যান্য বধিানও শিক্ষা দিবে।’[তাফসীরে কুরতুবী (১৮/১৯৪-১৯৫)]

ভরণ-পোষণ:

এটি পতির ওপর সন্তানদের ব্যাপারে অন্যতম আবশ্যকীয় দায়িত্ব। এতে অবহলো বা গাফলিতকিরা বধি নয়; বরং সর্বোত্তমভাবে তা পালন করা আবশ্যক।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “যাদের ভরণপোষণে দায়িত্ব তার ওপর রয়েছে, তাদের অবহলো করাই একজন মানুষের গুনাহ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।”[হাদীসটি আবু দাউদ (১৬৯২) বর্ণনা করেন, শাইখ আলবানী সহীহুল জামে’ (৪৪৮১) গ্রন্থে এটিকে হাসান বলে গণ্য করেন]

আরও একটি মহান ও গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো: বিশেষভাবে কন্যাসন্তানরে উত্তম লালন-পালন ও যত্ন নেওয়া।

এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎসাহ প্রদান করছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: এক মহিলা তার দুই ময়েকে নিয়ে আমার কাছে সাহায্য চাইতে এলো। আমার কাছে একটি মাত্র খজুর ছাড়া কিছুই ছিল না। আমি সটেকে তাকে দিলাম। সে খজুরটিকে দুই ময়েরে মধ্যে ভাগ করে দলি, তারপর উঠে চলে গলে। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবশে করলে আমি তাঁকে বিষয়টি জানালাম। তিনি বললেন: “যে ব্যক্তি এই ময়েদেরে অভিভাবকরে দায়িত্ব পালন করে এবং তাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করে, তারা তার জন্য জাহান্নাম থেকে পরদা হয়ে যাবে।” [হাদীসটি বুখারী (৫৬৪৯) ও মুসলিম (২৬২৯) বর্ণনা করেন]

সন্তানদের অধিকারগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো, তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করা।

এই অধিকারের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহীহ হাদীসে ইঙ্গিত করে বলছেন: “আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে ন্যায়বিচার করো।” [হাদীসটি বুখারী (২৪৪৭) ও মুসলিম (১৬২৩) বর্ণনা করেন]

অতএব ময়েদেরে ওপর ছলেদেরে প্রাধান্য দেওয়া যমেন জায়যে নয়, তমেনি ছলেদেরে উপর ময়েদেরে প্রাধান্য দেওয়াও জায়জে নয়। যদি পতি এই ভুল করে এবং সন্তানদের মধ্যে বৈষম্য এবং ইনসাফ না করে, তবে তা বহু ক্ষতির কারণ হয়। এর মধ্যে একটি ক্ষতি হলো এই যে:

এর প্রভাব পতির নজিরে উপরই পড়ে। যাদের বঞ্চিত করা হয় তারা বড় হয়ে পতির প্রতি ঘৃণা ও বদ্বিষে পোষণ করে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমি বর্ণতি হাদীসে (১৬২৩) নুমানের পতিকে উদ্দেশ্য করে এই দকিটরি প্রতি ইঙ্গিত করেছেন: “তুমি কি চাও তারা সবাই তোমার সাথে সমানভাবে সদাচরণ করুক?” তিনি বললেন: হ্যাঁ। অর্থাৎ তুমি যদি তাদের থেকে সমান সদাচরণ চাও, তবে কিছু দায়ের ক্ষতেরে তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করো।

আরকেটি ক্ষতি হলো, ভাইবোনদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হওয়া এবং তাদের মধ্যকার শত্রুতা ও বদ্বিষেরে আগুন জ্বলে ওঠা।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।